দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 06 JUL 1998
পৃষ্ঠা 8 কলাম 8

নেত্রকোনার ডিগ্রী পরীক্ষার খাতা ঢাকায় পরীক্ষকের বাসায় সংশোধন ॥ বহিষ্কৃত ৯

নেত্রকোনা হইতে শ্যামলেন্দু পাল ॥ গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ডিগ্রী পরীক্ষায় নেত্রকোনা সরকারী মহিলা কলেজের ইংরেজী বিষয়ে পরীক্ষার পর খাতায় নূতন করিয়া লেখার এক চাঞ্চল্যকর খবর ফাঁস হইয়াছে। এই কেলেঙ্কারির সহিত জড়িত কলেজের ৯ জন ছাত্রীকে বহিষ্কার করা হইয়াছে এবং তাহাদের

(২য় পৃষ্ঠায় ৮-এর কঃ দ্রঃ)

নেত্রকোনায় ডিগ্রী

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কেন আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হইবে না এই জন্য কারণ দর্শানোর নোটিস জারি করা হইয়াছে। এই কেলেঙ্কারি ঘটনার মূল নায়ক নেত্রকোনা মহিলা কলেজের ডিগ্রী পরীক্ষার ইংরেজী বিষয়ের খাতার পরীক্ষক ঢাকার মৌচাক এলাকার একটি কলেজের ইংরেজীর শিক্ষক।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে, '৯৭-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ডিগ্রী পরীক্ষার নেত্রকোনা মহিলা কলেজের ইংরেজী খাতা দেখার জন্য ঢাকার একটি কলেজের ইংরেজী শিক্ষকের হাতে পড়ে। তিনি খাতা নিয়া নেত্রকোনায় আসেন এবং কয়েকজন ছাত্রীর, অভিভাবকের সহিত দেখা করেন এবং খাতায় নম্বর বাড়ানোর জন্য ঢাকায় তাহার সহিত দেখা করিতে বলেন। অনেক ছাত্রী এই সুযোগে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ঢাকায় তাহার বাসায় গিয়া খাতায় ভুল সংশোধন করে। ইহাতে খাতার বেশ কয়েকটি প্রশ্নে কাটাকাটি হয়। ঐ সমস্ত খাতা পরে ইংরেজীর প্রধান পরীক্ষকের হাতে পড়ায় তিনি ঐ সমস্ত খাতার অধিকাংশ পাতায় এতবেশী কাটাকাটি দেখিয়া বিস্মিত হন। তখন তাহার সন্দেহ হয় এবং বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজরে আনেন। বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাত্র ৯ জন ছাত্রীকে এই জন্য বহিষ্কার করে এবং তাহাদের প্রতি কারণ দর্শানোর নোটিস জারি করে। নেত্রকোনা সরকারী মহিলা কলেজ কর্তৃপক্ষ গত ২৩শে জুন এ বিষয়ে এই সংবাদদাতার নিকট ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। তবে এই ঘটনায় আরও অনেকেই জড়িত আছে বলিয়া অভিজ্ঞমহল মত প্রকাশ করিয়াছেন।